দৈনিক সংবাদ

53

তারিখ ... MAR. 6 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3.....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিতর্ক

'মহান একুশে' যখন 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাস্কর শামীম শিকদারের তৈরি একটি ভাস্কর্যের নামকরণ ও উদ্বোধনের ঘটনা বর্তমানে

বিতর্ক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৮

বিতর্ক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিতর্কিত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাস্কর্যটি একবার উদ্বোধন হয়ে গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ.কে আজাদ চৌধুরী এবং ভাস্কর শামীম শিকদার তা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তারা জানিয়েছেন, ১৯৯০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ভাস্কর্যটি উন্মোচন করা হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন এডভোকেট গাজীউল হক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আলী আসগর, ফয়েজ আহমেদ, জাকারিয়া খান প্রমুখ।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে গতকাল শুক্রবার যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, ভাস্কর্যটির উন্মোচন হয়েছে এবং এ অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ আহমদ শরীফ।

প্রথম উদ্বোধনের সময় ভাস্কর্যটির নাম ছিল 'মহান একুশে'। আগামী ৭ই মার্চ অনুষ্ঠেয় ভাস্কর্যটির 'দ্বিতীয় উদ্বোধনী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে ভাস্কর্যটির নামেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। ভাস্কর্যটির বর্তমান নাম দেয়া হয়েছে- "স্বাধীনতার সংগ্রাম" আগের ভাস্কর্যের মাথায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং শেখ রাসেলের দুটি আবক্ষমূর্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হাতে একটি জাতীয় পতাকাও রয়েছে।

প্রথম যখন ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয় তখন ভাস্কর্যটি ছিল উদয়ন স্কুলের উত্তর পাশে। এবার উদ্বোধন করা হচ্ছে- জগন্নাথ হল, এস এম হল, উদয়ন স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপাচার্যের বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ভাস্কর শামীম শিকদার বলেন, ইতোপূর্বে ভাস্কর্যটির উন্মোচন হয়নি। '৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। '৯০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত 'উন্মোচন' অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকে জানিয়েছেন, তারা উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন। ভাস্কর্যটির নামের পরিবর্তন কেন করা হলো- এ প্রশ্নের উত্তরে শামীম শিকদার বলেন, তখন ভাস্কর্যটি অসম্পূর্ণ ছিল। ভাস্কর্যটির বর্তমান রূপ দেয়ার ব্যাপারেও আগেই চিন্তা ছিল, তবে কেউ যদি জানতে পেরে শত্রুতা করে ভেঙে ফেলে সে ভয়ে কাউকে বলা হয়নি।

উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ভাস্কর্যের উদ্বোধন হয়ে গেছে এ খবর যারা প্রকাশ করেছে তারা শিল্প এবং শিল্পীর বিকাশ চায় না। তিনিও 'উদ্বোধনের' ঘটনাটি অস্বীকার করেন।

ভাস্কর শামীম শিকদার এক লিখিত বক্তব্যে ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বলেন, এখানে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় জীবনের কলঙ্কজনক অধ্যায় ঃ ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ঘটনাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ১৫ই আগস্টের সম্পর্ক কি- এ প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য বলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। এটা শিল্পীর (শামীম শিকদার) ব্যক্তিগত ব্যাপার। শামীম শিকদার বলেন, এটা তিনি তার আবেগ থেকে করেছেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ' মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক ও অধ্যাপক শরীফের স্মৃতিবিজড়িত শিল্পকর্মের পরিবর্তন, পরিবর্ধনের হীন মানসিকতার নিন্দা করে ভাস্কর্যটিকে যথোপযুক্ত মর্যাদায়, অবিকৃতভাবে স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন।